যুগান্তর

তারিখ 02 OCT 2013
পৃঃ 20 কলাম ৮

# দুর্নীতি কমছে শিক্ষা খাতে

## টিআইবির প্রতিবেদনে শিক্ষামন্ত্রীর প্রশংসা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানের হার ১২ ভাগ। শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রশাসনের সেবাপ্রাপ্তিসহ নানা কাজের জন্য ১০০ জনের মধ্যে ১২ জনকেই ঘুষ দিতে হয়। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি বলেছে, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি পর্যায়ক্রমে কমছে। ২০০৭ সালে যেখানে ঘুষ প্রদানের হার ছিল ৩৯ ভাগ। ২০১০ সালে তা নেমে আসে ১৫ ভাগে। আর ২০১২ সালে তা আরও দশমিক ২ ভাগ কমে ১৪ দশমিক ৮ভাগে দাঁড়ায়। এতে আরও বলা হয়, শিক্ষামন্ত্রীর

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

## দুর্নীতি : শিক্ষা খাতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বেগবান উদ্যোগের কারণে দুর্নীতি কমেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সময়মতো পাঠ্যবই বিতরণ, নকল বন্ধ হওয়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে। এজন্য তারা শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

সংগঠনটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১০৭টি দেশের শিক্ষা খাতের দুর্নীতির ওপর গবেষণা করে। মঙ্গলবার সারাবিশ্বে একযোগে ওই রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা। বাংলাদেশের বাইরে বুদাপেস্ট ও বার্লিন থেকে আনুষ্ঠানিক আয়োজন ছিল এই বৈশ্বিক রিপোর্ট প্রকাশের। এতে টিআই দেখিয়েছে, শিক্ষায় বৈশ্বিক দুর্নীতির হার ১৭ ভাগ। দেশভিত্তিক দুর্নীতিতে সবচেয়ে এগিয়ে ভারত; যা ৪৮ ভাগ। তাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে তা ১৬ ভাগ আর শ্রীলংকায় ১৩ ভাগ। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ও মালদ্বীপে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি মাত্র ৩ ভাগ।

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন : শিক্ষা' শীর্ষক ওই রিপোর্টের বাংলাদেশসহ তুলনামূলক বৈশ্বিক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি) মোহাম্মদ হোসেন।

রিপোর্টে শিক্ষা খাত কোন কোন ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, দুর্নীতির আর্থিক মূল্য, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে একগুচ্ছ সুপারিশ বিশেষ করে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের প্রয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় গণ-সম্পৃক্ততা ও নজরদারি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশের ১৪ ভাগ জনগণ মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত বা উচ্চমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত। ২০১২ সালে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে দুর্নীতির সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান এবং এটি স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। দুর্নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যা সামাজিক বৈষম্যকে আরও প্রকট করছে। ঘুষ প্রদানের হার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরে ব্যাপক হ্রাস করে। অর্থাৎ ২০০৭ সালে যেখানে ৩৯ ভাগ ছিল। ২০১০ সালে তা ১৫ ভাগে নামে। কিন্তু পরবর্তী দু'বছরে তা হ্রাসের হার একেবারেই মন্থর। অর্থাৎ ২০১২ সালে এই হার ছিল ১৪.৮ ভাগে (জরিপকৃতদের অভিজ্ঞতার আলোকে)। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের আমলে এই খাতে দুর্নীতির হার তেমন কমানো সম্ভব হয়নি।

রিপোর্টে বলা হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ফলে সেবা গ্রহীতার জন্য শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, অবনতি ঘটেছে শিক্ষার মানে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ২০১২ সালে শিক্ষাসেবা গ্রহণকালে প্রতি পাঁচজনের একজন ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পরিষদের ক্ষেত্রে এই হার প্রতি তিনজনে একজন।

অপরদিকে বিশ্বজুড়ে শিক্ষা খাতের দুর্নীতির ব্যাপকতার তথ্য তুলে ধরে টিআই বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে একবার এক বিড়ালকে কলেজ ডিগ্রি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় শিশুদের হয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন শিক্ষকরা। যুক্তরাষ্ট্রের এক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভুয়া ডিগ্রি নিয়ে কাজ করার তথ্যও উদঘাটিত হয়েছে বৈশ্বিক প্রতিবেদনে।

প্রায় সারাবিশ্বেই দুর্নীতির খাতগুলো অভিন্ন। এক্ষেত্রে অন্তত ১০টি দিক রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী শিক্ষা খাতের দুর্নীতির মধ্যে পড়ে নির্মাণ কাজে ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম, 'ছায়া বিদ্যালয়' (ভুয়া) (কেবল পাকিস্তানে এ ধরনের ছায়া বিদ্যালয় আছে ৮ হাজারের বেশি), 'ভুয়া শিক্ষক' (শিক্ষক নেই কিন্তু বেতন ইস্যু হয়), পাঠ্যবই ও আনুষঙ্গিক কাজের নির্ধারিত সম্পদ সরিয়ে ফেলা, বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ঘুষের লেনদেন, অর্থের বিনিময়ে নম্বর পাওয়া, শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি এবং জাল ডিপ্লোমা প্রদান, বিদ্যালয়ের অনুদানের অপব্যবহার, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি বা ক্লাস না নেয়া এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরিবর্তে প্রাইভেট পড়ানো প্রতি বেশি আগ্রহ ও সেদিকে বেশি সময় দেয়া (দক্ষিণ কোরিয়ার খানাগুলো এজন্য প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে যা ২০০৯ সালে দেশটির শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের ৮০ ভাগ)। এর বাইরে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় উল্লিখিত ১০টির বাইরে নিয়োগ ও ভর্তিতে অবৈধ লেনদেন, বদলিতে স্বজনপ্রীতি, ক্যাম্পাসে আবাসন সুবিধা, নম্বর পাওয়ার জন্য ঘুষ লেনদেন, গবেষণা কার্যক্রমে রাজনৈতিক দল ও কর্পোরেট পক্ষ থেকে অযাচিত প্রভাব বিস্তার, জ্ঞানতাত্ত্বিক চৌর্যবৃত্তি, ভুয়া লেখকস্বত্ব, একাডেমিক জার্নালে সম্পাদনায় অনিয়ম, অনলাইন ডিপ্লোমা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, চাকরি সংক্রান্ত তথ্যের বিকৃতি, আন্তঃদেশীয় ডিগ্রির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি। এসব কারণে বিশ্বব্যাপী ৩৭ লাখের অধিক শিক্ষার্থীর ঝুঁকির সম্মুখীন। এছাড়াও এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতনকেও অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে শিক্ষায় বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সততার অঙ্গীকারনামা প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষাকে অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বজুড়ে শিক্ষা খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে টিআই বলছে, শিক্ষা খাতের দুর্নীতির প্রভাব স্থায়ী ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কেননা একজন শিশু তার প্রথম জীবনেই যদি দুর্নীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়, তাহলে তা তার মনে আজীবন বয়ে চলে। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সম্পদ ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান সুপারিশ হচ্ছে— শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলোর পক্ষ থেকে সবার আগে দুর্নীতিকে মানসম্মত শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের সততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম উৎসাহিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, টিআইবি শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সে জন্য বেশকিছু সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের একটি কার্যক্রম হল ত্রিপক্ষীয় 'সততার অঙ্গীকার'র মাধ্যমে। টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার আলোকদিয়া ইউনিয়নে আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলা হয়, শিক্ষা সেবায় সততা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ফলে ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, চূড়ান্ত ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধিসহ স্কুলটি 'বি' গ্রেড থেকে 'এ' গ্রেডে উন্নীত হয়েছে।